Q. বাংলা বানানের বিধি

Ans: বাংলা ভাষা হল আমাদের মাতৃভাষা। 'মাতৃভাষা' বলে এই ভাষাটি বলতে ও শিখতে পারা আমাদের কাছে খুব সহজ। কিন্তু ভাষা বলা এক, লেখা আর-এক ব্যাপার। লিখবার সময় ভাষার বানান নিয়ে বড়োই সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যা কেমন এবং কোথায় কোথায় জটিলতর, তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে ভাষার বানান নিয়ে, ভাষার বানান নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে না, যদি আমরা ভাষার বানান সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মগুলি ঠিক ঠিক মেনে চলি। এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান বিধি নিয়ে আলোচনা করব।

- তৎসম শব্দের বানানের অপরিবর্তনীয়তা

এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন–

- 'ই', 'ঈ' বা 'উ' 'ঊ' ব্যবহার-

যে-সব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সে-সব শব্দে 'ই' বা 'উ' এবং তার 'কার' চিহ্ন গুলি ব্যবহার হবে।

যেমন — (i) কিংবদন্তি, অঞ্জলি, চিৎকার, ধুলি

(ii) পদবি, পল্লি, রাশি

(iii) যুবতি, ঊর্ণা, উষা

(iv) সূচিপত্র

Scanned with CamScanner

• রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব :

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন - অর্জ্জন, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, কর্ম, কার্তিক, সূর্য হবে।

• অনুস্বার (ং) এর ব্যবহার :

সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন

অহম্ + কার = অহংকার

সম্ + গীত = সংগীত

শুভম্ + কর = শুভংকর

আবার সন্ধি না হলে 'ঙ' এর স্থানে 'ং' হবে না

যেমন - অঙ্ক, অঙ্গ, আতঙ্ক, পঙ্ক্তি, বঙ্কিম, বঙ্গ, সঙ্গী ইত্যাদি।

• ইন্- প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

সংস্কৃত 'ইন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে 'ত্ব' বা 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হলে ঈ-কার ই-কার হবে। যেমন -

স্থায়ী > স্থায়িত্ব

প্রতিযোগী > প্রতিযোগিতা

মন্ত্রী > মন্ত্রিত্ব

সহযোগী > সহযোগিতা

আবার 'ইন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ 'ঈ' কারান্ত রূপ

সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন -

গুণী > গুণিজন
প্রাণী > প্রাণিবিদ্যা
মন্ত্রী > মন্ত্রিপরিষদ

যদিও এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে 'ঈ'কারের ব্যবহার চলতে পারে। যেমন

গুণী > গুণীজন
মন্ত্রী > মন্ত্রীপরিষদ
প্রাণী > প্রাণীবিদ্যা

• বিসর্গ (ঃ) এর ব্যবহার -

কিছু কিছু তৎসম শব্দের বানানের ক্ষেত্রে শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন -

(i) ইতস্তত, কার্যত, ফলত, মূলত
(ii) প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত
(iii) ক্রমশ, প্রায়শ, পুনঃপুন

আবার কিছু কিছু শব্দের ক্ষেত্রে শব্দ মধ্যস্থ বিসর্গ(ঃ) বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন -

(i) দুস্থ, সুস্থ
(ii) নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ
(iii) নিশ্বাস

Scanned with CamScanner

□ অতৎসম শব্দের বানান পরিবর্তনীয়তা

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দের ক্ষেত্রে বানানের পরিবর্তনীয়তা ঘটেছে।

• 'ই', 'ঈ', 'উ' ও 'ঊ' এর ব্যবহার

সকল অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'ই', ও 'উ', কার ব্যবহৃত হবে। যেমন—

(i) আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইরানি
(ii) কাহিনি, কুমির, কেরামতি
(iii) চাচি, দাদি, দিঘি,
(iv) মালি, মামি, মাসি
(v) বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি

• পদের শেষে নির্দেশক 'টি' তে 'ই' কার হবে। যেমন

(i) ছেলেটি, মেয়েটি
(ii) লোকটি, বইটি

• সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার লেখা হবে। যেমন-

(i) এটা কী বই?, কী করছ?
(ii) কী আনন্দ!, কী দুরাশা!
(iii) কী খেলে?, কী পড়ো?

• যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব 'ই' কার দিয়ে লিখতে হবে। যেমন—

Scanned with CamScanner

(i) তুমি কি খাবে?
(ii) তুমি কি যাবে?
(iii) সে কি এসেছিল?

• এ, অ্যা এর ব্যবহার -
বাংলা 'এ' বর্ণ বা 'ে' কার দিয়ে 'এ' এবং 'অ্যা' এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন -

(i) কেন, কেনো (ক্রয় করা)
(ii) খেলা, খেলি
(iii) গেল, গেছে,
(iv) দেখা, দেখি
(v) ফেলে, যেন

তবে কিছু কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলি 'অ্যা'-কার (য-ফলা + আ-কার) যুক্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন -

(i) ব্যাঙ, ল্যাটা
(ii) হ্যাঁ।

আবার কিছু বিদেশি শব্দেও 'অ্যা' কার রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন —

(i) অ্যাকাডেমি, অ্যান্ড (And), ব্যাংক
(ii) ভ্যাট, হ্যাট, ম্যাসেজ ইত্যাদি

• 'ও' কার এর ব্যবহার -
বাংলা 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে 'ও'র মতো হয়। তাই শব্দ শেষে এসব অ-ধ্বনি গুলি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন -

Scanned with CamScanner

(i) কাল > কালো, ছোট > ছোটো, ভাল > ভালো

(ii) এগার > এগারো, বার > বারো, পনের > পনেরো

• অনুস্বার (ং), 'ঙ' এর ব্যবহার -

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন -

(i) গাং, রাং,
(ii) রং, ঢং, সং
(iii) বাংলা।

তবে অনুস্বার (ং) এর সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে 'ঙ' হবে। যেমন -

(i) বাঙালি
(ii) ভাঙা
(iii) রঙিন, রঙের

• মূর্ধন্য 'ণ', দন্ত্য 'ন' এর ব্যবহার

• অতৎসম শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহার করা যাবে না। যেমন -

(i) অঘ্রান, ইরান
(ii) কান, করান
(iii) কোনো, সোনা
(iv) ঝরনা, ধরনা

• অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট, ঠ, ড, ঢ এর আগে কেবল 'ন' হয়। যেমন -

(i) গুন্ডা, আন্ডা,
(ii) ঠান্ডা, ঝান্ডা

Scanned with CamScanner

• 'শ', ষ, স এর ব্যবহার

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

যেমন -

'শ' {
(i) কিশমিশ, নাশতা
(ii) শার্ট, শৌখিন
(iii) শরবত, শহর, শরম

'স' {
(iv) সন, সাগর, সাল (বৎসর)
(v) আপস, হিসাব, জিনিস
(vi) ইসলাম, মুসলিম, সালাত, সালাম

• 'ইলেক'(') চিহ্ন এর ব্যবহার -

বাংলায় ইলেক(') চিহ্ন এর যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন

(i) কলকল, ঝরঝর, ঝটঝট
(ii) টক, টন, টাক
(iii) ঝাল, চট, চেক

□ বিবিধ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়ম

• সমাসবদ্ধ পদ:

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ পদগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন

(i) পিতাপুত্র, মঙ্গলবার, বারবার
(ii) সংবাদপত্র, লক্ষ্যভ্রষ্ট

• বিশেষণ পদ:

বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন -

(i) ভালো দিন, লাল গোলাপ
(ii) সুগন্ধ ফুল, সুন্দরী মেয়ে

Scanned with CamScanner

- **সর্বনাম পদ:**

- সর্বনাম পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে ব্যক্তি, পদবি, ও মর্যাদা নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে 'তিনি', 'তার' ও 'তাকে' ব্যবহার করা হবে।
- আলাপচারিতার ক্ষেত্রে বয়স, পদবি নির্বিশেষে 'আপনি' সম্বোধন ব্যবহার্য।

- ক্রিয়াপদের রূপ:
  - (তিনি) করেন, করছেন, করতেন
  - আলাপচারিতার ক্ষেত্রে (আপনি) করুন, আপনি করতেন, করবেন ইত্যাদি
  - তুচ্ছ অর্থে (সে) করে, করছে, করবে।

- না-বাচক শব্দ:

না-বাচক 'না' এবং নি-এর প্রথমটি স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয় 'নি' সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন –

(i) করি না, ভুলি না

(ii) করিনি, ভুলিনি

- 'উদ্ধৃতি'র ক্ষেত্রে:

উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোনো পুরাতন রচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুরূপ না হয়, উক্ত রচনার বানানই যথাযথভাবে উদ্ধৃত করতে হবে। যদি উদ্ধৃত রচনায় বানানের ভুল বা মুদ্রণের ত্রুটি থাকে, ভুলই উদ্ধৃত করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ বানানটির উল্লেখ করতে হবে।

Scanned with CamScanner